এই সময়, ২৮ আগস্ট, ২০১৯

সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্ফালন কিন্তু গণতন্ত্র নয়: অমর্ত্য

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দ্য ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অমর্ত্য 'অন বিইং আ বেঙ্গলি' শীর্ষক বিষয়ে ভাষণ দেন। সময়ের রেখচিত্রে বাঙালির সামাজিক সত্তার ইতিহাস ও বিবর্তনের বারোমাস্যার কাহিনিই ছিল অমর্ত্যের বক্তব্যের মূল নির্যাস।

EiSamay.Com | Updated:Aug 28, 2019, 09:58AM IST

হাইলাইটস

- বিভেদকামী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সংক্রমণে বাংলায় রক্তক্ষয়ী হিংসা দানা বাঁধতে পারে।
- বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে যে বহুমাত্রিকতা রয়েছে, তা এই বিভেদকামী হিংসার শক্তিকে অবশ্যই ঠেকাবে।
- কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এবং হিংসাকে প্রশমিত করতে কিছুটা সময় লাগবে।

এই সময় ডিজিটাল ডেস্ক: বিভেদকামী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির সংক্রমণে বাংলায় রক্তক্ষয়ী হিংসা দানা বাঁধতে পারে। বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে যে বহুমাত্রিকতা রয়েছে, তা এই বিভেদকামী হিংসার শক্তিকে অবশ্যই ঠেকাবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে এবং হিংসাকে প্রশমিত করতে কিছুটা সময় লাগবে। এই আশঙ্কা নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের। পাশাপাশি, সরাসরি গেরুয়া শিবিরের নাম না-করেও তিনি সতর্ক করেছেন যে, ভোটে জিতে আসার জোরে কোনও দল যা মনে হল, তা করতে পারে না। তাঁর কথায়, 'গণতন্ত্রের অর্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ শক্তির আস্ফালন নয়।'

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দ্য ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে অমর্ত্য 'অন বিইং আ বেঙ্গলি' শীর্ষক বিষয়ে ভাষণ দেন। সময়ের রেখচিত্রে বাঙালির সামাজিক সত্তার ইতিহাস ও বিবর্তনের বারোমাস্যার কাহিনিই ছিল অমর্ত্যের বক্তব্যের মূল নির্যাস। ইতিহাসের নানা সময়ের অজস্র দৃষ্টান্ত পেশ করে তিনি দেখিয়েছেন, নানা ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ও যৌথ উদ্যোগের যোগফলেই বাঙালি সত্তার বিকাশ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '১৭৫৭ সাল। ক্লাইভের নেতৃত্বে কোম্পানির সেনারা এগোচ্ছে পলাশির প্রান্তর লক্ষ করে। সে সময় বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদৌল্লার সঙ্গে সমঝোতার একটা মিথ্যা চাল খেলেছিলেন ক্লাইভ। এমনকী, সিরাজকে ক্লাইভ এমন পরামর্শও দিয়েছিলেন, নবাব যেন মুর্শিদাবাদের দরবারে তাঁর বিশ্বাসভাজনদের সঙ্গে আলোচনা করে যুদ্ধ এড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। লক্ষ্যণীয় 'বিশ্বাসভাজন' বলতে ক্লাইভ কাদের নাম করেছিলেন? তাঁরা হলেন জগৎশেঠ, মীরজাফর, মীরমদন, রায়দুর্লভ প্রমুখ। দেখা যাচ্ছে, সিরাজের পরামর্শদাতাদের মধ্যে হিন্দুও ছিলেন, মুসলমানও ছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ভাষণে জানিয়েছিলেন, আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে হিন্দু-মুসলিম-ব্রিটিশ ঘরানা তিনেরই মিশ্রণ দেখা যায়। এই সংস্কৃতিই ছিল বাংলার।'

কিন্তু ইতিহাসের অন্য দিকটাও মনে করিয়ে দিয়েছেন অমর্ত্য। তা হল, ১৯৪২ সাল থেকে বাংলায় চরম সাম্প্রদায়িক হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল। ১৯৪৭-এ ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় দুই সম্প্রদায়ের বহু মানুষ মারা যান। সেই প্রেক্ষিতেই সতর্ক করেছেন অমর্ত্য। তিনি বলেন, 'হালে বাংলার বহুমাত্রিক সংস্কৃতিতে আঘাত হানার মতো বিপদ দানা বাঁধছে। যেমন, যে মানুষ জয় শ্রী রাম বলতে চাইছেন না, তাঁকে হেনস্থা করার মতো ঘটনাও চোখে পড়ছে। প্রতিবেশী রাজ্য অসমে

জাতীয় নাগরিকপঞ্জীর প্রকোপে বহু মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। ফলে, সেই আশঙ্কাও থেকে যাচ্ছে যে, এই অসহিষ্ণুতার জেরে রক্তক্ষয়ী হিংসা দেখা দিতে পারে বাংলার মাটিতে।'

তবে এই অশনি সঙ্কেতের মাঝেও নিরাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই বলেই মনে করেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ। তিনি জানান, ১৯৪২ সাল থেকে ধর্মীয় ও সম্প্রদায়গত যে বিভেদের বিষবাষ্প বাংলায় তৈরি হয়েছিল, তা কেটে যায় পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের জেরে। বলতে গেলে, বাঙালির ভাষাগত সত্তাই অগ্রাধিকার পায়। অমর্ত্যের মতে, 'একই ভাবে হিংসার দানবীয় শক্তিও হার মানবে।'

সাধারণ ভাবে সত্তা যে বহুমাত্রিক, সে কথাও এদিন বলেছেন অমর্ত্য। তাঁর কথায়, ধরা যাক একজন বাঙালি, তিনি নারীবাদী, তিনি পদার্থবিদ, আবার তিনি কলকাতারও বাসিন্দা। একটি পরিচয়ের সঙ্গে অন্যগুলির কোনও সংঘাত নেই।' আবার সত্তার লৌহকপাটে কারও পরাধীন থাকাও ঠিক নয়। অমর্ত্যের উদাহরণ, 'রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসের নায়ক প্রাথমিক ভাবে ছিল গোঁড়া হিন্দু ভাবধারায় বিশ্বাসী। পরে যে জানল, তার বাপ-মা আসলে ছিলেন আইরিশ। কিন্তু সে মানুষ হয়েছিল বাঙালি পরিবারে।'